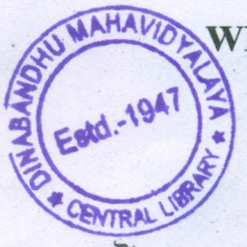

WEST BENGAL STATE UNIVERSITY

B.A. Honours Part-III Examination, 2017

বাংলা - সাম্মানিক

পঞ্চম পত্র

সময় : ৪ ঘন্টা | পূর্ণমান : ১০০

প্রান্তিক সীমার মধ্যস্থ সংখ্যাটি পূর্ণমান নির্দেশ করে। পরীক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় যথা সম্ভব শব্দসীমার মধ্যে উত্তর করিবেন।

১. গীতিকবিতা কাকে বলে? আখ্যান কাব্যের সঙ্গে তার প্রধান পার্থক্য কোথায়? গীতিকবিতার শ্রেণীকরণ করো এবং বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য গীতিকবির রচনানৈপুণ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৪+৪+৪+৮

অথবা

উদাহরণসহ যে-কোন ***দুটি*** বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করোঃ ১০+১০

(ক) সাহিত্যিক মহাকাব্য (খ) পত্রকাব্য (গ) সনেটের গঠন-বৈশিষ্ট্য।

২. বীরাঙ্গনা কাব্যের গঠনরীতি বিশ্লেষণ করে এই কাব্যের গীতিপ্রাণতা ও নাট্যধর্মিতা কিভাবে কাহিনীর আধারে গ্রথিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখাও। ৮+৮

অথবা

আত্মঘোষণার বলিষ্ঠ প্রত্যক্ষতা সত্ত্বেও মধুসূদনের 'তারা'-র হৃদয় কেন দ্বন্দ্বদীর্ন – সংশ্লিষ্ট পত্রটি বিশ্লেষণ করে তা বুঝিয়ে দাও। প্রসঙ্গত, কোন্ অর্থ-তাৎপর্যে তারা বীরাঙ্গনা, সে সম্পর্কেও আলোকপাত করো। ১২+৪

৩. 'সোনারতরী' এবং 'নিরুদ্দেশযাত্রা' কবিতাদুটিতে যথাক্রমে 'মানবাভিমুখিতার সুর' এবং 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দিষ্ট লোকের আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা' – এই দুই ভিন্নমুখী ভাবনা কীভাবে লগ্ন হ'য়ে র'য়েছে তা' আলোচনা করে দেখাও। ১৬

অথবা

পৃথিবীর প্রতি, জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি 'যেতে নাহি দিব' কবিতার মূল ভাবসত্য। – মন্তব্যটির যথার্থতা নির্দেশ করো। ১৬

৪. 'সঞ্চিতা' কাব্যের তোমার পাঠ্য কবিতাগুলি অনুসরণে নজরুলের বিদ্রোহী কবিমন ও একই সঙ্গে মানবতাবোধের পরিচয় দাও। ৮+৮

অথবা

'গানের আড়াল' কবিতাটি অনুসরণে নজরুল ইসলামের করুণ-মধুর প্রেম-ভাবনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখাও। ১৬

৫. ইতিহাস আর প্রজ্ঞার মিলনে যে 'সুচেতনা'র সৃষ্টি – বনলতা সেন পর্যায়ের কবিতাটি অনুসরণে তার পরিচয় দাও। প্রসঙ্গত, ইতিহাসবোধের পথে দীর্ঘসাধনার মধ্যে দিয়ে কীভাবে সভ্যতার মুক্তি সম্ভব, তা' ও বুঝিয়ে লেখো। ১৬

অথবা

শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা' ইতিহাসের অনুষঙ্গে সমকালের প্রার্থনা, ব্যক্তি সংকটের আধারে বৃহত্তর সামাজিক সংকটের পরিচয়।
–মন্তব্যটির যথার্থতা নির্দেশ করো। ১৬

৬. নিম্নলিখিত অংশটির কাব্যশৈলী বিচার করোঃ ১৬

কি না তুমি জান রাজা? কি কব তোমারে
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা মহারথি? হায় রে কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নত শির, – হে বিধাতঃ!–পার্থের সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?

চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি;
পড়িব বিষমপাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা! দুরন্ত ফাল্গুনি
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ!) নিঃসন্তানা করিল আমারে!
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে!–

অথবা

ভরাট গর্ভের মত ১৬
আকাশে আকাশে কেঁপে উঠছে মেঘ।
বৃষ্টি আসবে।
ঘাতকের স্টেনগান আর আমার মাঝবরাবর
ঝরে যাবে বরফ-গলা গঙ্গোত্রী।

আর একটু পরেই প্রতিটি মরা খাল-বিল-পুকুর
কানায় কানায় ভরে উঠবে আমার মায়ের চোখের মত।
প্রতিটি পাথর ঢেকে যাবে উদ্ভিদের সবুজ চুম্বনে।

ওড়িশির ছন্দে ভারতনাট্যমের মুদ্রায়
সাঁওতালি মাদলে আর ভাঙরার আলোড়নে
জেগে উঠবে তুমুল উৎসবের রাত।
সেই রাতে
সেই তারায় তারায় ফেটে পড়া মেহ্‌ফিলের রাতে
তোমরা ভুলে যেও না আমাকে
যার ছেঁড়া হাত, ফাঁসা জঠর, উপড়ে আনা কলেজ,
ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু, রক্ত, ঘাম,
মাইল-মাইল অভিমান আর ভালোবাসার নাম

স্বদেশ
স্বাধীনতা
ভারতবর্ষ॥